SANEM
RESEARCH | KNOWLEDGE | DEVELOPMENT

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ

আগষ্ট ২০২৩

সানেম এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত সমীক্ষা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সরকারি নীতিমালার জেন্ডার সংবেদনশীলতার বিশ্লেষণ

ভূমিকা

নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী ও শিশুদের প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতন মোকাবেলার গুরুত্বের ওপর এই গবেষণায় আলোকপাত করা হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকদের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন সেগুলো চিহ্নিত করা, জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য কমানোর জন্য দায়িত্বশীল সরকারি সংস্থাগুলোকে চিহ্নিত করা, বিদ্যমান জেন্ডার-বান্ধব নীতি এবং সেসব নীতি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জগুলো বিশ্লেষণ করা, এবং নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের পথে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে সেগুলো প্রতিহত করার জন্য যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন করাই এই গবেষণার লক্ষ্য। নারীদের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির স্বার্থে তাদের সমৃদ্ধি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নয়ন, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা হচ্ছে এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। এটি নীতিনির্ধারক ও অংশীদারদের সহযোগীতায় জেন্ডার-ভিত্তিক নীতিমালার উন্নত কার্যকারিতার সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করছে। দায়িত্বরত মন্ত্রণালয় গুলো জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য কমাতে এবং নারীদের অবস্থান সম্পর্কে উপাত্ত প্রস্তুত করতে যেসকল প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় সেসব পর্যবেক্ষণ করা এই গবেষণার অংশ। ১০ জন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পরামর্শ সংগ্রহ করে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা সুপারিশের মাধ্যমে এই সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে অনুসরনীয় নীতিমালার সাথে তুলনা করে, বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া এবং পূর্ব এশিয়ায়, গবেষণাটি এই উপসংহারে পৌঁছেছে যে জেন্ডার-বান্ধব নীতিগুলি নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন করতে পারে এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলি প্রশমিত করতে পারে।

চিত্র ১ সরকারের প্রধান নীতিগত উদ্যোগ

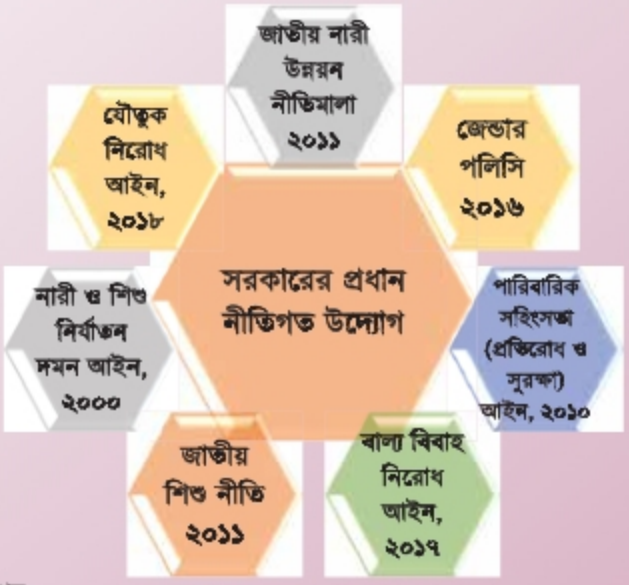

তথ্যসূত্রঃ লেখকদের দ্বারা সংকলিত

জেন্ডার সংবেদনশীল সরকারি নীতিমালা

সরকারের প্রধান নীতিগত উদ্যোগ

কন্যা শিশু বিকাশের বিষয়টি শিশু উন্নয়ন নীতিমালা ও আইনে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ নারীর প্রতি সহিংসতা দূরীকরণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, একইভাবে জাতীয় শিশু নীতিমালা-২০১১ কন্যা শিশুর উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়। বাল্যবিবাহ রোধ, প্রতিবন্ধী মেয়েদের নিরাপত্তা প্রদান, নিরাপদ বিনোদন সুবিধা নিশ্চিত করা, অপব্যবহার মোকাবেলা এবং মানসিক স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার প্রচারের মতো পদক্ষেপের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা

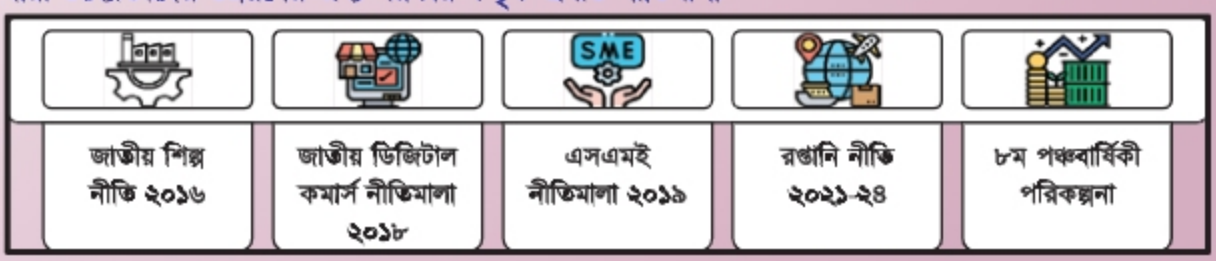

তথ্যসূত্রঃ লেখকদের দ্বারা সংকলিত

স্বাস্থ্য এবং বাংলাদেশ সরকার

সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত একটি মৌলিক অধিকার এবং সরকারের জন্য একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার হল স্বাস্থ্য, কারণ এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধিতে অবদান রাখে। জেন্ডার বা প্রান্তিক অবস্থা নির্বিশেষে সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবার নিশ্চিত করা, দেশের সার্বিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীর স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নানাভাবে জেন্ডার বৈষম্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সামগ্রিকভাবে নারীর ক্ষমতায়ন ও সমতার গুরুত্বের অনেকাংশে নির্ভর করে সামাজিক স্বাস্থ্য এর উপর, তা সত্ত্বেও নারীরা শারীরিক ও মানসিক রোগের উচ্চ হারের সম্মুখীন হয় । স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের স্বাস্থ্য পরিষেবা বিভাগ স্বাস্থ্যসেবা প্রচারের জন্য পরিকল্পনা, এবং নীতি বাস্তবায়ন করার দায়িত্বগুলো পালন করে থাকে।

চিত্র ২ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বাংলাদেশ সরকারের নীতি ও কৌশল

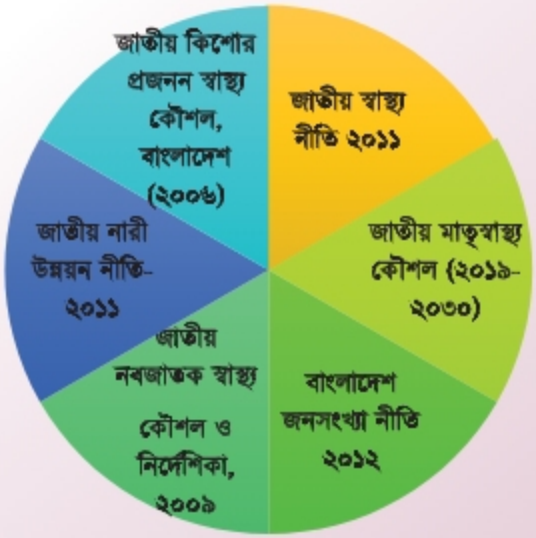

তথ্যসূত্রঃ লেখকদের দ্বারা সংকলিত

শিক্ষা এবং বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১১-এর -এর লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের সুযোগ প্রদান করা, যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করা এবং অবকাঠামো ও সামাজিক পরিবেশের উন্নতি করা। দেশের নারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হয়। এটি মোকাবেলা করার জন্য, জাতীয় শিক্ষা নীতিমালার ১৬ ধারায় নারীদের সামগ্রিক বৃদ্ধি, ক্ষমতায়ন এবং সুষম সামাজিক অগ্রগতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার গুরুত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। নারীদের অগ্রগতি এবং দেশে তাদের অবদানের জন্য বর্তমান প্রবণতাকে পরিবর্তন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র ৩ জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০

নারীদের সচেতনতা এবং আত্ম- নিরাপত্তার পাশাপাশি সমান অধিকারের বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করা।

দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করার জন্য দক্ষতা অর্জনে নারীদের অনুপ্রাণিত করা।

দারিদ্র্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করার প্রচেষ্টায় মহিলাদের অংশগ্রহণকে সহজতর করা।

নারীদের সামর্থ্য বাড়ানোর ক্ষেত্রে সহায়তা করা যেন তারা নিজেদের এবং পরিবারের পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিতে ভূমিকা পালন করতে পারে।

নারীদের পরাধীনতার মূল দুর্দশা থেকে উন্নীত করতে এবং যৌতুক ও নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করে তুলতে তাদের অনুপ্রাণিত করতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ লেখকদের দ্বারা সংকলিত

নীতি বাস্তবায়নের জন্য মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

দেশের আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব

শিক্ষা ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বাংলাদেশ নারী উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। বর্তমান সরকার সক্রিয়ভাবে নারীদেরকে সমাজের কাঠামোতে একীভূত করতে এবং তাদের অধিকার ও ক্ষমতায়নের প্রচারে কাজ করছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী ও শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং উদ্যোক্তা বৃদ্ধিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের প্রচেষ্টা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে, জেন্ডার সমতা সূচকে উন্নত র‍্যাঙ্কিং এবং সার্ক দেশগুলির মধ্যে একটি শীর্ষস্থানীয় অবস্থানের সাথে। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও দেশটি বিশ্বব্যাপী ৭ম স্থানে রয়েছে।

চিত্র ৪ নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম- সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ

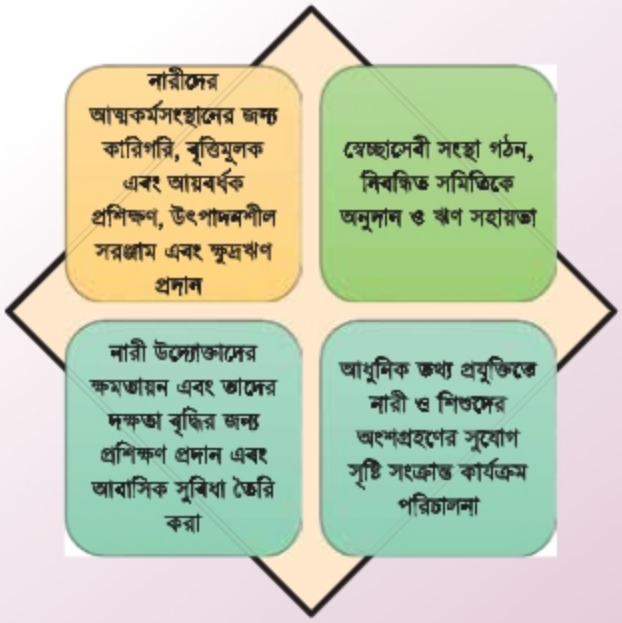

তথ্যসূত্রঃ লেখকদের দ্বারা সংকলিত

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত কার্যক্রম

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের লক্ষ্য হল সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা (চিত্র ৪)। সুবিধাবঞ্চিত নারী ও শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এই মন্ত্রণালয়ের অন্যতম কৌশলগত উদ্দেশ্য (চিত্র ৫)। নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে নারী প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ ও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্র ৫ নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম- সামাজিক নিরাপত্তা এবং নারী ও শিশুদের জন্য ন্যায়বিচার

ভালনারেবল উইমেন বেনেফিট প্রোগ্রামের অধীনে দরিদ্র মহিলাদের খাদ্য সহায়তা এবং উৎপাদন উপকরণ প্রদান	অত্যন্ত দরিদ্র ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য মা ও শিশু সহায়তার আওতায় মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান
নির্যাতিত দরিদ্র নারী ও শিশুদের আর্থিক সহায়তা ও চিকিৎসা সেবা প্রদান	কর্মজীবী নারীদের জন্য হোস্টেল সুবিধা প্রদান এবং শিশুদের জন্য ডে কেয়ার সেবা প্রদান
নির্যাতিত নারী ও শিশুদের চিকিৎসা, আইনি সহায়তা এবং কাউন্সেলিং, নিরাপদ আশ্রয় এবং খাদ্য সহায়তা প্রদান	আদালতের কার্যক্রম চলাকালীন নারী, শিশু এবং কিশোর অভিভাবকদের নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে

তথ্যসূত্রঃ লেখকদের দ্বারা সংকলিত

চিত্র ৬ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারমূলক ব্যয় খাত/কার্যক্রম

- অসহায় মায়েদের জন্য খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি
- মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি (পূর্ববর্তী স্তন্যদানকারী মা সহায়তা তহবিল এবং দরিদ্র মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা)
- শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র এবং কিশোরদের ক্ষমতায়ন কর্মসূচি
- নারীদের কারিগরি, বৃত্তিমূলক, আয়বর্ধক এবং উৎপাদনশীল প্রশিক্ষণ প্রদান।
- নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ এবং আইনি সহায়তার ব্যবস্থা

তথ্যসূত্রঃ লেখকদের দ্বারা সংকলিত

আইন ও বিচার বিভাগের কৌশলগত লক্ষ্য

আইন ও বিচার বিভাগ আইনের শাসন নিশ্চিতকরণ, বৈষম্য দূরীকরণ, নারীর অধিকার রক্ষা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য তাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কাজ করে। তারা সামাজিক কুসংস্কার কমাতে এবং ন্যায়বিচারের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ প্রদানের লক্ষ্যে একটি নারী-বান্ধব বিচারব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আদালত ব্যবস্থাকে উন্নত করার দিকে মনোনিবেশ করে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত লক্ষ্য

বিশ্বায়ন এবং প্রতিযোগিতামূলক মুক্ত বাজার অর্থনীতির উত্থানের সাথে সাথে বিশ্ব বাণিজ্য দ্রুত সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য বাণিজ্যে নারীদের অংশগ্রহণকে উন্নীত করা এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য তাদের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বাণিজ্যিক কার্যক্রমের মধ্যে জেন্ডার-ভিত্তিক বৈষম্য দূর করা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত লক্ষ্য

এখানে বিপর্যয়ের ঝুঁকি কমানোর কৌশলগত উদ্দেশ্য রয়েছে, বিশেষ করে দরিদ্র এবং দুর্বলদের জন্য, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে এবং মহিলাদের অধিকার ও অগ্রগতির জন্য তাদের তাৎপর্যকে একটি পরিচালনাযোগ্য স্তরে নিয়ে যাওয়া।

তথ্যসূত্রঃ লেখকদের দ্বারা সংকলিত

চিত্র ৭ আইন ও বিচার বিভাগের কৌশলগত লক্ষ্য

আইন ও বিচার বিভাগের কৌশলগত লক্ষ্য

- বিচার ব্যবস্থা যা ফলপ্রসু ও কার্যকর
- আইনি ব্যবস্থায় ন্যায়সঙ্গতভাবে অংশগ্রহণ করার ক্ষমতা প্রদান করা
- জমি নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ করা
- সরকারি সম্পদ, অধিকার এবং এর অন্যান্য স্বার্থ রক্ষা করা
- বৈষম্যের শিকার সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অধিকার রক্ষা

চিত্র ৮ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত লক্ষ্য

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত লক্ষ্য

- ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ
- পর্যাপ্ত মজুদের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পণ্যের স্থিতিশীল মূল্য
- বাংলাদেশী রপ্তানির জন্য বৃহত্তর বাজারে প্রবেশাধিকার
- ভোক্তাদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা করা

চিত্র ৯ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত লক্ষ্য

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত লক্ষ্য

- পেশাদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে সুগঠিত এবং জোরদার করা
- দুর্যোগের ঝুঁকি কমাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন
- দুর্বল মানুষের জন্য দুর্ভোগ এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

তথ্যসূত্রঃ লেখকদের দ্বারা সংকলিত

বিভিন্ন সূচকের মাধ্যমে জেন্ডার সংবেদনশীলতা নির্ধারণ করা

নারীদের প্রজনন এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং পুষ্টি উন্নত করা	নারীর অনুকূলে সরকারি সম্পদ ও সেবায় প্রবেশাধিকার	নারী শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন	পুরুষদের শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন	নারীদের সামগ্রিক কর্মঘন্টা হ্রাস
উৎপাদন, শ্রমবাজার এবং আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে নারীদের বৃহত্তর অংশগ্রহণ	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে নারীদের অসহায়ত্ব, দারিদ্র্য ও বঞ্চনা হ্রাস করা	নারীর ক্ষমতায়ন	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ফোরামে নারীদের অংশগ্রহণ	নারীদের নিরাপত্তা এবং নির্বিঘ্নে চলাফেরা নিশ্চিত করা
নারী উদ্যোক্তা তৈরি করা	নারীর সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	আইন ও বিচারে নারীর প্রবেশাধিকার	নারীদের জন্য আইটি প্রশিক্ষণ সহজতর করা	নারীর প্রতি সহিংসতা ও নির্যাতন হ্রাস

তথ্যসূত্রঃ লেখকদের দ্বারা সংকলিত

KII থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

- অনানুষ্ঠানিক খাতসমূহে যেখানে আনুমানিক ৭০% নারীরা কাজ করে, সেখানে মজুরি বৈষম্য প্রকটভাবে দেখা যায়, একই কাজের জন্য পুরুষদের যা আয় হয় তার অর্ধেকেরও কম মহিলারা উপার্জন করে।
- যেখানে ছেলেরা তাদের পড়াশোনা চালিয়ে যায়, পরিবারের মধ্যে জেন্ডার বৈষম্য এর জন্য অল্পবয়সী মেয়েরা বাল্যবিবাহের দ্বারপ্রান্ত হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীরা পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়।
- নারীর ক্ষমতায়নের কারণে কিছু সামাজিক পরিবর্তন রয়েছে তবে সমাজ সর্বদা সেই পরিবর্তনগুলিকে গ্রহণ করে না এবং সমাজের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নারীদের দোষারোপ করে।
- মহামারী চলাকালীন অনেক নারী উদ্যোক্তা হয়েছে এবং তাদের পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা সত্ত্বেও, সঙ্কটের সময়ে তাদের ইতিবাচক অবদান এবং নেতৃত্বের ক্ষমতা প্রায়শই অলক্ষিত থেকে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই নারীরা তাদের এই অবদানের স্বীকৃতি পান না।
- কাজের সুযোগ ভালো থাকায় নারীরা অভিবাসী শ্রমিক হিসেবে যাচ্ছেন। সরকার নিয়োগকারীদের মাধ্যমে সঠিকভাবে ও নিরাপদে কর্মী পাঠানোর উদ্যোগ নিচ্ছে।
- পরিবার মেয়েদের শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেয় কিনা, যদি তারা না করে তবে সচেতনতা তৈরি করে কিনা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষ করার পর মেয়েরা কেন তাদের শিক্ষা চালিয়ে যায় না তার কারণগুলি চিহ্নিত করা স্কুলে উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
- তৃণমূল পর্যায়ে অসংখ্য নারী উদ্যোক্তা হওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, তারা ব্যাংক থেকে ঋণ নেবার চেষ্টা করার সময় জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য, পক্ষপাতিত্ব এবং হয়রানির সম্মুখীন হয়।
- জেন্ডার-পক্ষপাতমূলক সামাজিক নিয়ম নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং আত্মবিশ্বাসকে বাধাগ্রস্ত করে, এই বিষয়ে তাদের ক্ষমতায়নের জন্য গ্রুমিং, প্রশিক্ষণ এবং মৌলিক শিক্ষার প্রয়োজন।

নারীদের জন্য নীতিমালা বাস্তবায়ন

নারী উন্নয়ন নীতির উপস্থিতি সত্ত্বেও, নীতিগুলির বাধ্যতামূলক প্রয়োগের অভাবের কারণে নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি রয়ে গেছে। নিয়মিত হয়রানির ঘটনা আইনগত বিষয় হয়ে উঠলেও ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে বাংলাদেশের নারীরা প্রায়ই আইনি প্রতিকার পেতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। কিছু ত্রুটি হল-

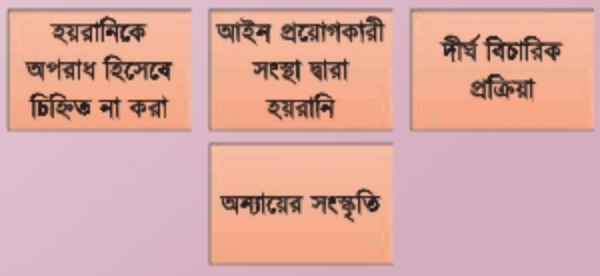

তথ্যসূত্রঃ লেখকদের দ্বারা সংকলিত

জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য সুপারিশসমূহ

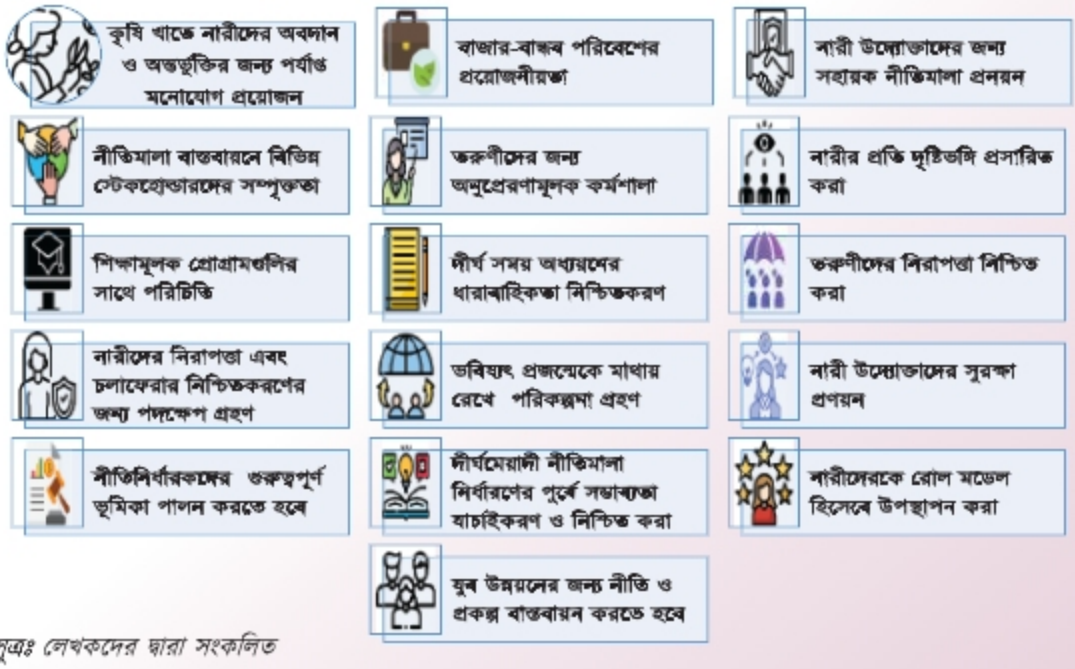

তথ্যসূত্রঃ লেখকদের দ্বারা সংকলিত

উপসংহার

জেন্ডার-সংবেদনশীল নীতি প্রণয়নের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে জেন্ডার-প্রাসঙ্গিক প্রোগ্রাম এবং নীতির নকশা, বাস্তবায়ন এবং সেসকল নীতির ফলাফল থেকে গৃহীত শিক্ষাকে পলিসিতে অন্তর্ভুক্ত করা। নারীদের অনন্য চাহিদাগুলোকে মূল্যায়ন করার মাধ্যমে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়ন এবং তাদের ক্ষমতায়নকে প্রসারিত করে, এই নীতিগুলো প্রকৃতপক্ষে নারীদের প্রজনন স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যসেবা গ্রহনের সুযোগ বৃদ্ধি, সরকারি সম্পদে নারীর অধিকারের বিষয়ে যথাযথ প্রচার, নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণ এবং উদ্যোক্তাকে সমর্থন করে। উপরন্তু, এই নীতিসমূহ আইন ও বিচার প্রক্রিয়ায় নারীদের জন্য একটি ন্যায্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে এবং দারিদ্র্য ও বঞ্চনা হ্রাস করে নারীর ক্ষমতায়নকে উন্নীত করার জন্য বিশেষভাবে সহযোগিতা করবে। এই আলোচনার মধ্যে বর্তমানে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য এবং নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে উদ্ভূত প্রধান সমস্যাগুলো গুরুত্ব পেয়েছে। চিহ্নিত সমস্যাসমূহের মধ্যে রয়েছে জেন্ডারভিত্তিক মজুরি বৈষম্য, বাল্যবিবাহ এবং তার ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট নারী নির্যাতন এবং সহিংসতা, নারীর ক্ষমতায়নকে সীমিত করা সামাজিক নিয়মাবলী, জেন্ডারভিত্তিক সমতা র‍্যাঙ্কিং এর অবমূল্যায়ন, মহামারী চলাকালীন শিক্ষাগত চ্যালেঞ্জ, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থায়নে বৈষম্য, পারিবারিক ও সামাজিক যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ অবমূল্যায়ন এবং নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নীতির অপর্যাপ্ত বাস্তবায়ন। পরিশেষে, এই জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরনে এবং প্রকৃত সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানের লক্ষ্যে জন্য আরও গবেষণা বৃদ্ধি, এবং সরকারী সংস্থা, এনজিও, আইন প্রণেতা, নীতিনির্ধারক এবং বেসরকারি অংশীজনদের সম্পৃক্ত সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টার জন্য কার্যকর নীতি ও প্রকল্প গ্রহন করা প্রয়োজন। এসব প্রকল্পের যথাযোগ্য বাস্তবায়ন নারীদের জন্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, এবং রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে এবং তাদের ক্ষমতায়নে সহযোগিতা করবে।

[এই পলিসি ব্রিফটি সানেম এবং বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ কর্তৃক যৌথভাবে রচিত। পলিসি ব্রিফটি প্রস্তুত করেছেন আফিয়া মুবাশশিরা তিয়াশা, জেবুন্নেছা বিনতে জামান, পাপড়ি দাস, ইশরাত শারমীন, এবং জনা গোস্বামী। মুল গবেষণা প্রবন্ধের লেখকরা হচ্ছেন মীর আশরাফুন নাহার, আফিয়া মুবাশশিরা তিয়াশা, সামান্থা রহমান, ড. ফারাহ হাসিন এবং জনা গোস্বামী। পলিসি ব্রিফটির উপদেষ্টা ছিলেন ড. সেলিম রায়হান এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন ড. সায়মা হক বিদিশা।]

SANEM
RESEARCH | KNOWLEDGE | DEVELOPMENT
Flat K-5, House 1/B, Road 35, Gulshan-2
Dhaka-1212, Bangladesh
Phone: +88-02-58813075
E-mail: sanemnet@yahoo.com
Website: www.sanemnet.org

Bangladesh Mahila Parishad
Sufia Kamal Bhaban
10/B/1 Segunbagicha, Dhaka-1000
Phone: +88-02-9582182, Fax: +88-02-9563529
Website: www.mahilaparishad.org
E- mail: info@mahilaparishad.org, mparishad@gmail.com